মার্চ

৪ঠা মার্চ

সাধু কাসিমির

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - প্রায়-সমসাময়িক লেখক-রচিত 'সাধু কাসিমিরের জীবনী' ২-৩

পরাৎপরের আদেশ অনুসারে ধন ভোগ কর

ঐশআত্মা দ্বারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি যে প্রায়-অবিশ্বাস্য ভক্তি কাসিমিরকে উদ্দীপ্ত করছিল তা নিঃসন্দেহে মিথ্যা নয়, অকপটই ছিল; এবং সেই ভক্তি তাঁর হৃদয়ের মধ্যে এতই বিস্তৃত ও উপচে পড়াও ছিল, এমনকি তাঁর হৃদয়-গভীর থেকে প্রতিবেশীর উপরে এতই উথলে পড়ছিল যে, খ্রীষ্টের দীনহীনদের, প্রবাসীদের, অসুস্থদের, বন্দিদের, নির্যাতিতদের কাছে কেবল নিজ সম্পত্তি নয় কিন্তু নিজেকেও সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে গ্রহণযোগ্য কিছুই তাঁর পক্ষে ছিল না।

বিধবা, অনাথ, অত্যাচারিতের পক্ষে তিনি প্রতিপালক শুধু নন, তাদের রক্ষাকর্তাও শুধু নন, বরং পিতা, সন্তান, ভাইও ছিলেন। এই পর্যায়ে আমরা যদি ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি তাঁর অন্তরে প্রস্ফুটিত ভালবাসা ও মহাপ্রেমের প্রতিটি কাজের বর্ণনা দিতে চাইতাম, তবে সুদীর্ঘই একটি জীবন-বৃত্তান্ত লেখা দরকার হত।

তিনি যে কেমন পরিমাপে ন্যায্যতা পালন করলেন ও মিতাচারিতা আলিঙ্গন করলেন, সদ্বিবেচনার অধিকারী ছিলেন, ও দৃঢ়তা ও মনোবল দ্বারা উদ্দীপিত ছিলেন—বিশেষভাবে সেই অধিক স্বাধীন বয়সেই যে বয়সে মানুষ সাধারণত উচ্ছৃঙ্খল ও স্বভাবে অমঙ্গলে প্রবণ—তাও বলা ও ভাবা কঠিন।

প্রতিদিন তিনি পিতাকে চেতনা দান করতেন তিনি যেন রাজ্য-শাসনে ও তঁর অধীনস্থ জাতিগুলি পরিচালনায় ন্যায্যতা পালন করেন। আর রাজা দৈবাৎ অযত্ন বা মানব দুর্বলতা বশত শাসন ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অবহেলা করলে তিনি বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর সমালোচনা করায় কখনও ক্ষান্ত হননি।

তিনি নিঃস্বদের ও হতভাগাদের পক্ষ নিজেরই বলে সমর্থন ও গ্রহণ করতেন, তাতে জনগণ তাঁকে নিঃস্বদের রক্ষাকর্তা বলে অভিহিত করত। আর রাজার সন্তান ও জন্মমর্যাদা সূত্রে সম্ভ্রান্ত বংশীয় হয়েও তিনি যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে আচার-ব্যবহারে বা কথাবার্তায় কখনও নিজেকে বড় করতেন না—সেই ব্যক্তি যতই নীচুঁ ও নিম্ন শ্রেণীর লোক হত না কেন। এসংসারের ক্ষমতাশালী ও মহাব্যক্তিদের মধ্যে একজন হওয়ার চেয়ে তিনি সবসময় চাইলেন, নম্র ও আত্মায় দীনহীনদেরই মধ্যে একজন বলে পরিগণিত হবেন, কেননা স্বর্গরাজ্য এদেরই। তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বেরও বাসনা করলেন না, পিতা তাঁর হাতে রাজ্যভার তুলে দিতে ইচ্ছা করলে তা গ্রাহ্য করতেও সম্মত হলেন না, কেননা ভয় করছিলেন, তাঁর অন্তর সেই ধনের উদ্দীপনায় আহত হবে যা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কাঁটা বলে অভিহিত করলেন; এও চাচ্ছিলেন না যে, তাঁর অন্তর পার্থিব বিষয়ে কলুষিত হবে।

নাম-করা ও উত্তম ব্যক্তি তাঁর সেই সকল সেবক ও সহায়ক যাঁদের কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন ও তাঁকে সূক্ষ্মরূপে জানতেন, তাঁরা সকলেই একথা ঘোষণা করেন ও এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত চিরকৌমার্য ধারণ করলেন ও চিরকুমার হয়েই তাঁর শেষ দিন সমাপ্ত করলেন।

শ্লোক সিরা ২৯:১১; ১ তি ৬:১১

℟ ঐশ্বর্যকে পরাৎপরের আজ্ঞামতই ব্যবহার কর,
℣ তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।
℟ ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠতা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য:
℣ তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।

৭ই মার্চ

সাধ্বী পের্পেতুয়া ও ফেলিসিতা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - কার্থেজ নগরের ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দের সাক্ষ্যমরণ-বৃত্তান্ত **১৮,২০-২১**

হে মহাবীর,
তোমরা প্রভুর গৌরবে আহূত ও মনোনীত ব্যক্তি!

সাক্ষ্যমরদের বিজয়ের দিন উদিত হল। তাঁরা কারাবাস থেকে রঙ্গভূমির দিকে যেন স্বর্গেরই দিকে এগিয়ে গেলেন—মুখ উজ্জ্বল ক'রে, আত্মসম্মানের সঙ্গে, ভয়ের চেয়ে আনন্দেরই জন্য আবেগপূর্ণ হয়ে!

সকলের আগে পের্পেতুয়া গরুর শিঙের আঘাতে ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে কাত হয়ে পড়লেন। আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি লুটিয়ে পড়া ফেলিসিতাকে দেখে তাঁর কাছে গেলেন, ও তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে তাঁকে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর দু'জনে একসঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন: এতে ভিড়ের হিংস্রতা স্তমিত হল, আর তাঁদের 'সানাভিভারিয়া' গেটে ফিরিয়ে নেওয়া হল।

এখানে রুস্তিকুস নামে একজন নিকটবর্তী দীক্ষাপ্রার্থী পের্পেতুয়াকে গ্রহণ করলে পের্পেতুয়া কেমন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেই (তিনি এতই আত্মহারা ও দিব্য দর্শনে মগ্ন অবস্থায়ই ছিলেন!) এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন ও সকলের বিস্ময়ের মধ্যে বললেন, 'কখন ওরা ওইখানে সেই গরুর সামনে আমাদের ফেলে দেবে?' যখন শুনতে পেলেন যে তা হয়েই গেছে, তখন তিনি নিজের দেহে ও কাপড়ে অত্যাচারের চিহ্ন না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর তাঁর আপন ভাই ও সেই দীক্ষাপ্রার্থীকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করতে লাগলেন: 'দৃঢ়বিশ্বাসী হও, একে অপরকে ভালবাস! আমাদের দুঃখকষ্টের জন্য যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়।'

ইতিমধ্যে সাতুরোস অন্য এক গেটে দাঁড়িয়ে সৈন্য পুদেন্তিউসকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। নানা কথার মধ্যে তিনি এও বললেন: 'আসলে আমি ঠিক যেভাবে মনে করছিলাম, যেভাবে আগেও বলছিলাম, এখন পর্যন্ত কোন হিংস্র পশুর অভিজ্ঞতা করিনি। এবার কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস কর: দেখ, আমি ওইখানে গিয়ে চিতাবাঘের এক কামড়েই মরব।'

আর তখনই, সেই খেলার শেষে, তাঁকে একটা চিতাবাঘের সামনে ফেলা হল: একটামাত্র কামড়ের ফলে তাঁর দেহ এত পরিমাণ রক্তে ভিজে গেল যে দর্শকেরা সকলেই তাঁর দ্বিতীয় দীক্ষাস্নানের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে চিৎকার করে বলে উঠল, 'সেই রক্তস্নাত ত্রাণ পেল, সেই রক্তস্নাত ত্রাণ পেল!' হ্যাঁ, যিনি সেইরূপে স্নাত হয়েছিলেন, তিনি সত্যিই ত্রাণ পেয়েছিলেন!

তিনি তখন সৈন্য পুদেন্তিউসকে বললেন, 'বিদায়! বিশ্বাস রক্ষা কর, আমার কথাও স্মরণে রাখ। এসব কিছু যেন তোমাকে বিচলিত না করে, বরং সুস্থির করে।' একইসঙ্গে তিনি তাঁর আঙুলের আংটি চাইলেন; তা নিজের ক্ষতস্থানে ডুবিয়ে তাঁর কাছে উত্তরাধিকার রূপে ফিরিয়ে দিলেন, তা যেন তাঁর আপন রক্তের পণ ও স্মৃতিচিহ্ন হয়। এরপর, প্রায় নিঃশেষিত অবস্থায় তাঁকেও অন্যান্যদের সঙ্গে নির্ধারিত স্থানে শেষ আঘাতের জন্য শায়িত করা হল।

যেহেতু দর্শকদের ভিড় চাচ্ছিল, সকলেরই দৃষ্টিগোচরে রঙ্গভূমির মাঝখানেই তাঁদের আনা হোক যাতে করে খড়্গাটা তাঁদের দেহ ভেদ করার সময়ে সকলে নিজেদের চোখ খুনের অংশী ক'রে তাঁদের অঙ্গের উপর নিবদ্ধ করতে পারে, সেজন্য গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্তি-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সাক্ষ্যমরণ সমাপ্ত করবার জন্য একে অপরকে চুম্বন করে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছায় সেই স্থানেই গেলেন যেখানে দর্শকদের ভিড় তাঁদের দেখতে চাচ্ছিল।

সকলে অবিচল ও নীরব হয়ে খড়্গের আঘাতে পতিত হলেন: আর সেই সাতুরোস, যিনি পের্পেতুয়ার দর্শন অনুসারে প্রথম হয়ে উঠেছিলেন, তিনি সত্যি সকলের মধ্যে প্রথম হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। তিনি আসলে

পের্পেতুয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন; আর সেই পের্পেতুয়া একটু যন্ত্রণা আস্বাদ করার জন্য, হাড়ে বিদ্ধ হয়ে এক চিৎকার দিলেন, তারপর কাঁচা যোদ্ধার অনভিজ্ঞ হাত তিনি নিজেই নিজের গলায় চালিত করলেন। হয় তো এমন মহানারী, যাঁকে অপদূতই পর্যন্ত ভয় করছিল, তিনি তো অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারতেন না, তাঁর নিজের ইচ্ছা না হলে!

হে ধন্য বীর সাক্ষ্যমরবৃন্দ! তোমরা সত্যি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের গৌরবে আহূত ও মনোনীত ব্যক্তি।

শ্লোক রো ৮:৩৪-৩৫,৩৭

প্র খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে?
উ যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।
প্র তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন।
উ যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

৮ই মার্চ

সাধু দেবদাস যোহন, ধর্মব্রতী

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু দেবদাস যোহনের পত্রাবলি **২৩-২৪,২৭**

খ্রীষ্ট বিশ্বস্ত; তিনি সবকিছুর সুব্যবস্থা করে থাকেন

আমরা যদি ঈশ্বরের দয়ার দিকে তাকাতাম, তবে যতবার আমাদের সুযোগ হয় ততবারই আমরা মঙ্গল সাধন করায় ক্ষান্ত হতাম না। কেননা তিনি আমাদের যা যা দান করেছেন, আমরা যখন ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে তা গরিবদের হাতেই হস্তান্তর করি, তখন তিনি শাশ্বত আনন্দে তার শত গুণ দেবেন বলে আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন।

আহা, কেমন মহা পুরস্কার! আহা, কেমন ধন্য লাভ! কেইবা তেমন উত্তম ব্যবসায়ীর কাছে তার সর্বস্ব না দেবে, যখন তিনি আমাদেরই স্বার্থ রক্ষা করেন ও বিস্তারিত বাহুতে আমাদের অনুরোধ করেন যাতে তাঁর দিকে মন ফেরাই, আমাদের পাপের জন্য চোখের জল ফেলি, ও আগে নিজেদের প্রতি ও পরে প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার সেবায় নিজেদের নিবেদন করি? কেননা জল যেমন আগুন নিবায়, তেমনি ভালবাসা পাপ মুছে দেয়।

এখানে এত সংখ্যক গরিব এসে উপস্থিত হয় যে, আমি বারবার বিস্মিত হই কেমন করে তাদের জন্য সুব্যবস্থা করতে পারব। অথচ যীশুখ্রীষ্ট সবকিছুর জন্য সুব্যবস্থা করে থাকেন ও সকলের ক্ষুধা মিটিয়ে থাকেন। বহু গরিব লোক ঈশ্বরের গৃহে আসে, কারণ গ্রানাদা শহরটা বিরাট ও অতিশীতল শহর, বিশেষভাবে এই শীতকালে। বর্তমানে এই গৃহে একশ'জন লোক আশ্রয় নিয়েছে—তারা অসুস্থ, সুস্থ, গরিব, প্রবাসী।

আর যেহেতু এ হচ্ছে মাতৃগৃহ, সেজন্য সমস্ত প্রকার ও সমস্ত ধরনের অসুস্থদের গ্রহণ করে—খোঁড়া, পঙ্গু, কুষ্ঠরোগী, বোবা, পাগল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চর্মরোগী, বার্ধক্যে পরিশ্রান্ত, বহু ছেলেমেয়ে ও তাছাড়া অসংখ্য তীর্থযাত্রী ও পথিক যারা এখানে এসে আগুন, জল, লবণ ও সেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পায় যাতে রান্না করতে পারে। এদের সকলের জন্য কোন পুঁজি নেই—খ্রীষ্টই ব্যবস্থা করেন!

এজন্য আমি পরের অর্থ দ্বারা কাজ করি ও যীশুখ্রীষ্টের সম্মানার্থে বন্দি। আমি ঋণের দুশ্চিন্তায় এতই আক্রান্ত যে বারবার সেই পাওনাদারদের কারণে বাড়ি থেকেও বাইরে যেতে ভয় করি যাদের কৈফিয়ত দিতে হয়। অন্য দিকে আর কতই না অগণিত সেই গরিব ভাইয়েরা, যারা আত্মা ও দেহে মানবীয় সমস্ত সম্ভাবনার অতীতেই পরীক্ষিত: তারাও আমার প্রতিবেশী, অথচ আমি—অধিক দুঃখের কথা—তাদের সহায়তা করতে পারছি না!

তথাপি আমি খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করি; তিনিই তো আমার হৃদয় জানেন। এজন্য আমি বলি: *অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে মানুষ মানুষের উপর নির্ভর করে* ও খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করে না! কেননা তুমি ইচ্ছা করলে বা

ইচ্ছা না করলে মানুষ তোমাকে ত্যাগই করবে। কিন্তু খ্রীষ্ট বিশ্বস্ত ও অপরিবর্তনশীল। হ্যাঁ, খ্রীষ্ট সত্যি সবকিছুর সুব্যবস্থা করে থাকেন। এসো, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমেন।

শ্লোক ইসা ৫৮:৭,৮ দ্রঃ

প্র্ ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও;

উ্ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

প্র্ উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না;

উ্ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

৯ই মার্চ

সাধ্বী ফ্রান্সিস্কা রোমানা, ধর্মব্রতিনী

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সিস্টার মারীয়া মাগদালেনা-লিখিত 'সাধ্বী ফ্রান্সিস্কা রোমানার জীবন-বৃত্তান্ত' ৬-৭

সাধ্বী ফ্রান্সিস্কার ধৈর্য ও ভালবাসা

ঈশ্বর ফ্রান্সিস্কার ধৈর্য কেবল বাহ্যিক ধন-সম্পদের দিক দিয়ে পরীক্ষা করেননি, তাঁর নিজের শরীরেও তাঁকে নানা ভাবে পরীক্ষা করলেন। তবু আমি তাঁর ব্যবহারে অধৈর্যের কোনও গতি বা বিরক্তিকর ও ভুল চিকিৎসার জন্য অসন্তোষের কোন লক্ষণও কখনও লক্ষ করতে পারিনি।

যে সন্তানদের তিনি গভীর স্নেহে ভালবাসতেন, তাঁর সেই নিজ সন্তানদের অসাময়িক মৃত্যুতে ফ্রান্সিস্কা অধ্যবসায়ের আদর্শ দান করলেন; শান্তমনে ঈশ্বরের সঙ্কল্প গ্রহণ করতেন ও তাঁর যা কিছু ঘটত তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেন। একই ধৈর্যের সঙ্গে তিনি নিন্দুকদের কটুবাক্য ও যারা গজ গজ করে তাঁর জীবনধারণের সমালোচনা করত, সেই সকলের প্রতি বিতৃষ্ণার কোন চিহ্নও দেখাননি, কিন্তু অমঙ্গলের প্রতিদানে তিনি সবসময় মঙ্গল সাধন করলেন। এমনকি অবিরতই ঈশ্বরের কাছে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন।

ঈশ্বর তাঁকে মনোনীত করেছিলেন তিনি যেন সাধ্বী হন—কেবল নিজেরই জন্য নয়, কিন্তু অপরেও যেন আত্মা ও দেহের কল্যাণের জন্য তাঁর গৃহীত মঙ্গলদান ভোগ করতে পারে। এজন্য তিনি তাঁকে এমন কোমলতায় সজ্জিতা করেছিলেন যে, যে কেউ যে কোন ব্যাপারেই তাঁর সংস্পর্শে আসত, তারা সকলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করত, ও তাঁর যে কোন ইচ্ছায় বাধ্য হত।

তাঁর কথাবার্তায় এমনই ঐশ কর্মক্ষমতা বিরাজ করত যা দুঃখীকে আরাম দিত, অস্থিরকে শান্তি দিত, উত্তপ্তকে প্রশমিত করত, শত্রুদের পুনর্মিলিত করত, প্রাচীন হিংসা ও মনোমালিন্য মিটিয়ে দিত, ও দীর্ঘ দিন ধরে খাটানো ও তৈরী প্রতিশোধও প্রায়ই নিঃশেষ করত। এক কথায়, মনে হচ্ছিল তিনি যেন যে কোন ব্যক্তির ভাবাবেগ দমন করতে পারতেন, ও তিনি যেখানে ইচ্ছে সেখানেই তাদের চালিত করতে পারতেন। এজন্য সবদিক থেকে সকলে ফ্রান্সিস্কার কাছেই যেন নিরাপদ আশ্রয়ে আসত, ও কোন না কোন সান্ত্বনা না পেয়ে কেউই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিত না—অথচ তিনি মুক্তকণ্ঠেই পাপের নিন্দা করতেন ও যা কিছু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দণ্ডনীয় ও অসন্তোষজনক, নির্ভয়েই তার বিপক্ষে কথা বলতেন।

সেসময় রোমে নানা অসুখ দেখা দিয়েছিল যা মৃত্যুজনক ও রোগ-সংক্রামক বলে গণ্য। কিন্তু সাধ্বী রোগ-সংক্রমণের ভয় তুচ্ছ করে দুঃখী ও দুর্ভাগাদের প্রতি দয়া দেখাতে দ্বিধা করলেন না। নিজ স্নেহের মধ্য দিয়ে তিনি আগে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে চেতনা দিতেন, তারপর ভালবাসার সঙ্গে তাদের সাহায্য করতেন তারা যেন তাঁর হাত থেকে যে কোন দুর্দশা গ্রহণ করে ও তাঁর প্রেমের খাতিরেই তা সহ্য করে। তিনি তাদের কাছে সেই খ্রীষ্টেরই কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, যিনি প্রথম তাদের জন্য তত যন্ত্রণা বহন করেছিলেন।

যত রোগী মানুষকে নিজ গৃহে সংগ্রহ করতে পারতেন, ফ্রান্সিস্কা কেবল তাদেরই সেবা করায় তুষ্ট ছিলেন না; বরং যারা বস্তিতে বা সদর হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ছিল, তাদেরও খোঁজ করে বেড়াতেন। তাদের খুঁজে

পেয়ে পিপাসিতদের জল দিতেন, বিছানা ঠিক করতেন, তাদের ঘা চিকিৎসা করতেন। আর তাদের ঘা যতই দুর্গন্ধময় ও ঘৃণ্য ছিল, তিনি তত দয়া ও যত্নের সঙ্গেই তার চিকিৎসা করতেন।

যখন পুণ্য মাঠ বলে পরিচিত হাসপাতালে যেতেন, তখন সাধারণত তিনি রুচিকর খাদ্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন যাতে অধিক অভাবগ্রস্তদের মধ্যে তা বিতরণ করতে পারেন; ফিরে আসার সময়ে তাদের ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় ঘরে নিয়ে আসতেন; সেগুলিকে স্বয়ং প্রভুর জন্যই দরকারী বস্ত্র বলে ধুয়ে ও সেলাই করে যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে রাখতেন।

ত্রিশ বছর ধরেই ফ্রান্সিস্কা নানা হাসপাতালে রোগীদের তেমন সেবার অনুশীলন করলেন—সেসময় তিনি নিজ স্বামীর সঙ্গেই ঘর করছিলেন; সাধারণত তিনি ত্রাস্তেভেরে পাড়ায় সাধ্বী মারীয়া ও সাধ্বী সেসিলিয়া হাসপাতালে, সাস্যিয়া পাড়ায় পবিত্র আত্মা হাসপাতালে, ও পুণ্য মাঠের হাসপাতালেও রীতিমত যেতেন। আর যেহেতু এ রোগ-সংক্রমণের সময়ে দেহের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক পাওয়া শুধু নয়, আত্মার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য পুরোহিতও পাওয়া কঠিন ছিল, সেজন্য তিনি তাঁদের অনুসন্ধানে গিয়ে তাদেরই কাছে তাঁদের নিয়ে যেতেন যাদের ইতিমধ্যে পুনর্মিলন ও খ্রীষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

তেমন কাজ সুবিধামতই সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ খরচে একজন পুরোহিতের সার্বিক ব্যবস্থা বহন করতেন, যাতে উপরোল্লিখিত হাসপাতালগুলিতে গিয়ে তিনি ফ্রান্সিস্কার নির্দিষ্ট রোগীদের আধ্যাত্মিক সেবা করেন।

শ্লোক রুথ ৩:১০,১১; যুদিথ ১৩:১৯ দ্রঃ (লাতিন মূলপাঠ)

℟ তুমি যেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হতে পার!
℣ তুমি যে সৎসাহসী ও সদ্‌গুণবতী, একথা সকলেই জানে।

℟ প্রভু তোমার নাম গৌরবময় করেছেন: তোমার প্রশংসাগান করায় মানুষ কখনও ক্ষান্ত হবে না।
℣ তুমি যে সৎসাহসী ও সদ্‌গুণবতী, একথা সকলেই জানে।

১৭ই মার্চ

সাধু পাট্রিক, ধর্মপাল

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু পাট্রিকের 'স্বীকারোক্তি' **১৪-১৬**

আমার বাণীপ্রচারের ফলে
বহুজাতি প্রভুর উদ্দেশে নবজন্ম লাভ করল

আমি আমার ঈশ্বরকে অক্লান্তভাবেই ধন্যবাদ জানাব, কারণ পরীক্ষার দিনে তিনি আমাকে বিশ্বস্ত বলে রক্ষা করলেন, যার ফলে আমি আজ জীবন্ত বলিরূপে আমার জীবনকেই আমার প্রভু সেই খ্রীষ্টেরই কাছে আস্থার সঙ্গে উৎসর্গ করতে পারি যিনি আমার সমস্ত সঙ্কট থেকে আমাকে ত্রাণ করলেন। আমি তাঁকে বলব: প্রভু, আমি কে, বা আমার আহ্বান কী যে তুমি ততখানি ঐশদানগুলিতে আমাকে পরিপূর্ণ করেছ?

আজ আমি যেইখানে থাকি না কেন আনন্দ ভোগ করতে পারি, ও অনুকূলতার মধ্যে শুধু নয়, প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতিগুলির মাঝে তোমার নাম মহিমান্বিত করতে পারি; ভাল মন্দ যে কোন জিনিসকেই আমাকে শান্তমনে গ্রহণ করতে হবে ও সেই ঈশ্বরকে নিত্য ধন্যবাদ জানাতে হবে, কেননা তিনি আমাকে অটল বিশ্বাস দান করলেন ও আমাকে সাড়া দেবেন।

আমার জীবনের এ শেষ দিনগুলিতেও আমি ভাবছি সত্যকার পুণ্য ও আশ্চর্য কর্ম শুরু করব কিনা; অর্থাৎ সেই সাধুদেরই অনুকরণ করব কিনা যাঁদের বিষয়ে একদিন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন, তাঁরা *সকল জাতির কাছে সাক্ষ্যরূপে* তাঁর সুসমাচার প্রচার করবেন।

এমন প্রজ্ঞা যা আমার কাছে ছিল না, তা কোথা থেকে এসেছে? আমি তো দিনগুলি গুনতেও পারতাম না,

ঈশ্বরকে আস্বাদ করতেও পারতাম না! তবে কেমন করে এত মহান ও কল্যাণকর দান তথা ঈশ্বরকে জানতে ও ভালবাসতে আমাকে দেওয়া হয়েছে? কে আমাকে মাতৃভূমি ও পিতামাতাকে ত্যাগ করার শক্তি দিয়েছেন যাতে প্রবাসের দুর্নাম বহন করে ও কারাবাস পর্যন্তই বহু নির্যাতন ভোগ করে আমি অবিশ্বাসীদের অপমানজনক ব্যবহার সহ্য করে আয়ারল্যাণ্ডের জাতির কাছে এসে সুসমাচার প্রচার করি ও অপরের কল্যাণের জন্য নিজ স্বাধীনতা অর্পণ করি?

যোগ্য বলে গণ্য হলে আমি তাঁর নামের জন্য নিজ প্রাণও নির্দ্বিধায় ও স্বচ্ছন্দেই দান করতে প্রস্তুত; প্রভু অনুগ্রহ করলে আমি এ উদ্দেশ্যে মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করি; কেননা ঈশ্বরের প্রতি আমি বড় ঋণী: তিনিই তো আমাকে তত কৃপা দেখিয়েছেন যাতে আমার দ্বারা বহুজাতি ঈশ্বরের উদ্দেশে নবজন্ম গ্রহণ করে জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তাঁরই কৃপায় আমি গ্রামে গ্রামে কয়েকটি যাজক অভিষিক্ত করতে পেরেছি যাঁদের হাতে এ নবদীক্ষিত জাতিকে ন্যস্ত করতে পারি। হ্যাঁ, এই তো সেই জাতি যাকে প্রভু পৃথিবীর শেষপ্রান্ত থেকে সংগ্রহ করেছেন যেমনটি একদিন নবীদের দ্বারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: *পৃথিবীর চারপ্রান্ত থেকে জাতিগুলি তোমার কাছে এসে বলবে: আমাদের পিতৃপুরুষেরা কেবল মিথ্যা ও অসারতাই উত্তরাধিকার রূপে পেল, যা কোন উপকারে আসে না।* আরও: *আমি তোমাকে জাতিগুলির আলো রূপে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও তাদের পরিত্রাণ।*

আমি তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতীক্ষায় আছি, কেননা যিনি কাউকে প্রবঞ্চনা কখনও করেন না, তিনি সুসমাচারে এ বাণী প্রতিশ্রুত হলেন: *অনেকে পুব ও পশ্চিম থেকে আসবে, এবং আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ভোজে একসাথে বসবে।* সুতরাং আমরা সুনিশ্চিত যে, বিশ্বাসীরা সমগ্র জগৎ থেকে আগমন করবে।

শ্লোক রো ১৫:১৫-১৬; ১:৯ দ্রঃ

প্‌ ঈশ্বর আমাকে এ অনুগ্রহ করেছেন, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টযীশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,
উ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।
প্‌ তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি,
উ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

১৮ই মার্চ

যেরুসালেমের ধর্মপাল সাধু সিরিল, আচার্য

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - যেরুসালেমের ধর্মপাল সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা **৩য় ধর্মশিক্ষা ১-৩**

পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে নিজেদের প্রাণ প্রস্তুত কর

আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক তাদেরই জন্য যাদের হিসোপ দিয়ে জলসিক্ত করা হবে ও আধ্যাত্মিক হিসোপ দিয়ে পরিশুদ্ধ করা হবে তাঁরই শক্তিগুণে, যিনি যন্ত্রণাভোগের সময়ে হিসোপ-ডাঁটায় বাঁধা একটা স্পঞ্জে সির্কা পান করলেন। স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দও আনন্দ করুন; আর যে সকল প্রাণ আধ্যাত্মিক বরের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে তারা নিজেদের প্রস্তুত করুক। কেননা *মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর।*

তাই হে ধর্মময়তার সন্তানেরা, যোহনের আহ্বান-বাণী মেনে নাও; তিনি তো বলছেন: *প্রভুর পথ সরল কর;* সেই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সরিয়ে দাও যাতে সহজেই অনন্ত জীবনের কাছে পৌঁছতে পার। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের জন্য অকপট বিশ্বাস দ্বারা প্রাণের পাত্র প্রস্তুত কর। তপস্যার মধ্য দিয়ে তোমাদের বস্ত্র ধৌত করতে শুরু কর, যেন বরের বাসরে আহূত হলেই তোমরা শুচিশুদ্ধ বলে গণ্য হতে পার।

কেননা বর সকলকে নির্বিশেষেই আহ্বান করছেন, কারণ অনুগ্রহ উদার ও মহান, এবং প্রচারকদের উদাত্ত

কণ্ঠে সকলকেই একত্রিত করা হচ্ছে। এরপর তিনি তাদেরই মনোনীত করবেন যারা সেই বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত হবে যা দীক্ষাস্নানের প্রতীক।

এমনটি যেন না ঘটে যে, যারা নাম দিয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন একথা শুনবে, *বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করেছ?* বরং ঈশ্বর করুন, যেন তোমরা সকলে এ বাণী শুনতে পাও, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।*

এতক্ষণে তোমরা দরজার বাইরে ছিলে, কিন্তু তোমাদের একথা বলতে দেওয়া হোক: রাজা নিজ কক্ষে আমাকে প্রবেশ করিয়েছেন। *আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে উঠুক। কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত, তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।*

তোমাদের সকলের প্রাণ যেন কালিমা বা রেখা বা সেই ধরনের কোন কিছু থেকেই মুক্ত হয়—অনুগ্রহ গ্রহণ করার আগে, একথা আমি তো বলছি না (কেননা কেমন করেই বা তা সম্ভব হবে যেহেতু তোমরা পাপমোচনেই আহূত?), কিন্তু অনুগ্রহ দান করা হলেই বিবেক যেন দণ্ডনীয় কোনও কিছুই সঙ্গে করে না নিয়ে অনুগ্রহের কার্যকারিতায় সহযোগিতা দান করে।

ভাইবোনেরা, এ সত্যিই মহাকাণ্ড! বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই তার দিকে এগিয়ে এসো। তোমাদের প্রত্যেকজনকেই তো ঈশ্বরের সম্মুখে ও স্বর্গদূতদের অসংখ্য বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে হবে। পবিত্র আত্মা তোমাদের প্রাণ সীলমোহরযুক্ত করবেন, তোমরা মহান রাজার সৈনিক সেবায় মনোনীত হবে।

অতএব নিজেদের প্রস্তুত কর, তৈরী হয়ে থাক; সাদা কাপড়ের সজ্জার দিক দিয়ে শুধু নয়, বরং প্রাণের চেতনাপূর্ণ ভক্তিতেই নিজেদের প্রস্তুত কর।

শ্লোক মালাখি ২:৬; সাম ৮৯:২২

প্‌ তার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, তার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না,
উ সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।
প্‌ প্রভুর উক্তি: আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে, আমার বাহু তাকে করে তুলবে শক্তিশালী।
উ সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

১৯শে মার্চ

সাধু যোসেফ, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১১:১-১৬

পুণ্য পিতৃগণের বিশ্বাস

ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি। তেমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই প্রাচীনেরা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে, যুগগুলো ঈশ্বরের এক বচন দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেকেই দৃশ্য বস্তু উদ্গাত হয়েছে।

বিশ্বাসে আবেল ঈশ্বরের কাছে কাইনের বলির চেয়ে শ্রেয়তর বলি উৎসর্গ করলেন, এবং এই ভিত্তিতে তিনি ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেলেন; ঈশ্বর নিজেই তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণীয় বলে সপ্রমাণ করলেন; আবার এই ভিত্তিতে তিনি মৃত হলেও এখনও কথা বলেন।

বিশ্বাসে এনোখ [স্বর্গে] স্থানান্তরিত হলেন, যেন তাঁকে মৃত্যু না দেখতে হয়; *তাঁর কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করলেন।* আসলে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব

নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দান করেন।

বিশ্বাসে নোয়া, যা কিছু তখনও দেখা যাচ্ছিল না, এমন বিষয়ে ঐশআদেশ পেয়ে ভক্তি-সম্ভ্রমে নিজের ঘরের লোকজনকে ত্রাণ করার জন্য একটা জাহাজ তৈরি করেছিলেন, এবং তেমন বিশ্বাসের ভিত্তিতে জগৎকে দোষী বলে সাব্যস্ত করলেন ও সেই ধর্মময়তার অধিকারী হলেন যা বিশ্বাসজনিত।

বিশ্বাসে আব্রাহাম, যখন আহূত হলেন, তখন বাধ্যতা দেখিয়ে সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল, এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে রওনা হলেন।

বিশ্বাসে তিনি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবাসীর মত বাস করলেন; তাঁবুতেই বাস করছিলেন; প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাঁর সহউত্তরাধিকারী সেই ইসায়াক ও যাকোবও তেমনি করছিলেন; কারণ সেই দৃঢ় ভিত্তি-নগরীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, ঈশ্বর নিজেই যার স্থপতি ও নির্মাতা।

বিশ্বাসে সারাকেও, তাঁর অতিরিক্ত বয়স হলেও, বংশোৎপাদন করতে সক্ষম করা হল, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছিলেন। এজন্যই একজনমাত্র মানুষ থেকে, এমনকি মৃতই যেন একজন মানুষ থেকে এমন বিপুল বংশধর জন্ম নিল, যারা *সংখ্যায় আকাশের তারকারাজির মত ও সমুদ্রতীরের অগণন বালুকণার মত।*

তাঁরা সকলে বিশ্বাস নিয়ে মরলেন; তাঁরা নিজেরা তো প্রতিশ্রুতির কোন ফল পেলেন না, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেলেন, স্বাগতও জানালেন, আসলে তাঁরা স্বীকার করছিলেন, *পৃথিবীতে তাঁরা বিদেশী ও প্রবাসী।* আর যাঁরা এধরনের কথা বলেন, তাঁরা স্পষ্টই দেখান যে, তাঁরা একটি মাতৃভূমির অন্বেষণ করছেন। আর যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যদি সেই দেশেরই কথা বলতেন, তবে সেখানে ফিরে যাবার সুযোগও পেতেন। কিন্তু তাঁরা এখন শ্রেয়তর একটা দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় সেই দেশের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁদেরই ঈশ্বর বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করেন না; বস্তুত তিনি তাঁদের জন্য একটা নগর প্রস্তুত করেছেন।

শ্লোক রো ৪:২০,২২; যাকোব ২:২২ দ্রঃ

প্র ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন।
উ তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল (আল্লেলুইয়া)।
প্র বিশ্বাস তাঁর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছিল, এবং সেই কর্মের মধ্য দিয়েই সেই বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ করল।
উ তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল (আল্লেলুইয়া)।

দ্বিতীয় পাঠ - সিয়েনার সাধু বার্নাডিনের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ২**

সেই বিশ্বস্ত প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা

বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর কাছে দেওয়া বিশিষ্ট অনুগ্রহদানের সাধারণ নিয়ম হল এটি যে, যখন ঐশপ্রসন্নতা একজন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট একটি অনুগ্রহ বা উৎকৃষ্ট একটি অবস্থার জন্য বেছে নেন, তখন সেই বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য যত প্রয়োজনীয় ঐশগুণও সেই ব্যক্তিকে দান করেন। অবশ্য, সেই ঐশগুণাবলি নির্বাচিত ব্যক্তিকে মর্যাদাও আরোপ করে। ঠিক তাই ঘটেছিল বিশেষভাবে সেই মহাপ্রাণ সাধু যোসেফের বেলায়, যিনি প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পালক-পিতা এবং পৃথিবী ও স্বর্গদূতদের রানীর প্রকৃত স্বামী। তিনি সনাতন পিতা দ্বারা তাঁর প্রধান সম্পদ দু'টি—তথা তাঁর আপন পুত্র ও তাঁর কনের বিশ্বস্ত প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা হিসাবে নির্বাচিত হয়ে অবিরাম যত্নের সঙ্গে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য প্রভু তাঁকে বলেন, *হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।*

তুমি যদি সাধু যোসেফকে সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামনে দাঁড় করাও, তাহলে তিনি হলেন সেই মনোনীত বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁর দ্বারা ও যাঁর তত্ত্বাবধানে খ্রীষ্টকে যথোপযুক্ত রূপে ও সৎভাবে এ পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট করা হল। সুতরাং যখন একথা সত্য যে, কুমারী মাতা মারীয়া দ্বারাই খ্রীষ্টকে পাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হল বিধায়

সমগ্র পুণ্যময়ী মণ্ডলী তাঁর কাছে ঋণী, তখন এ কথাও সত্য যে, মণ্ডলীর পক্ষে ধন্যা কুমারীর পরে যোসেফেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত।

প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাক্তন সন্ধির সমাপ্তি-লগ্ন নির্দেশ করেন ও তাঁর মধ্যে মহান কুলপতি ও নবী সকল প্রতিশ্রুত ফল লাভ করেন। এমনকি ঐশপ্রসন্নতা সেই কুলপতি ও নবীদের কাছে যাঁকে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কেবল তিনিই সেই মহান ব্যক্তির দৈহিক উপস্থিতি উপভোগ করলেন।

মানবকুলে থাকাকালে খ্রীষ্ট পিতার প্রতি সন্তানসুলভ যে ঘনিষ্ঠতা, সম্মান ও উৎকৃষ্ট মর্যাদা তাঁকে দেখিয়েছিলেন, তিনি স্বর্গে অবশ্যই তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেননি, বরং পরিপূর্ণ মাত্রায় তা উন্নীত করেছিলেন।

এই বিশেষ কারণেই প্রভু বলে চলেন, *তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।* যদিও প্রকৃতপক্ষে স্বর্গীয় চির আনন্দই মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তবু প্রভু বলতে চাইলেন 'আনন্দে প্রবেশ কর;' এতে তিনি রহস্যময় অর্থে বোঝাতে চান যে, সেই আনন্দ কেবল তার মধ্যে নয়, সব দিক দিয়েই তাকে ঘিরে রাখে, তাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করে, সীমাহীন অতলের মতই তাকে নিমজ্জিত করে।

হে ধন্য যোসেফ, আমাদের কথা মনে রেখ, তোমার প্রভাবশালী প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তোমার পালিত পুত্রের কাছে আমাদের হয়ে যাচ্‌না কর। তোমার কনে সেই পরম ধন্যা কুমারীকেও আমাদের প্রতি প্রসন্ন কর, তিনি যে তাঁরই মাতা, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক আদি ৪৫:৮,৭; সাম ১১৮:১৪ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর আমাকে রাজার পিতারূপে, তাঁর সমস্ত বাড়ির প্রভু করেছেন।
উ তিনি আমাকে গৌরব দান করলেন আমি যেন বহু মানুষকে বাঁচাতে পারি (আল্লেলুইয়া)।
প্র প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।
উ তিনি আমাকে গৌরব দান করলেন আমি যেন বহু মানুষকে বাঁচাতে পারি (আল্লেলুইয়া)।

২১শে মার্চ

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের উত্তরণ

পর্ব

প্রথম পাঠ - আদি ২৮:১০-২২

তোমার বংশ হবে পৃথিবীর বালুকণার মত

সেসময়, যাকোব বের্‌শেবা ছেড়ে হারানের দিকে রওনা হলেন। এক জায়গায় এসে তিনি, সূর্য অস্ত গেছে ব'লে সেখানে রাত কাটালেন; সেই জায়গার একটা পাথর নিয়ে মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখে তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন। আর দেখ, প্রভু তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বললেন, 'আমি প্রভু, তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইসায়াকের পরমেশ্বর; এই যে দেশের মাটিতে তুমি শুয়ে আছ, তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের দেব। তোমার বংশ হবে পৃথিবীর বালুকণার মত, এবং তুমি পশ্চিম ও পুবে, উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করবে; এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর সকল গোত্র আশিসপ্রাপ্ত হবে। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তুমি যেইখানে যাবে, সেইখানে তোমাকে রক্ষা করব; পরে আমি তোমাকে এই দেশে আবার ফিরিয়ে আনব, কেননা তোমাকে যা কিছু বললাম, তা না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।'

তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, 'নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!' ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'এই স্থান কেমন ভয়ঙ্কর! এ তো পরমেশ্বরের গৃহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ তো স্বর্গের দ্বার!' খুব সকালে উঠে যাকোব, যে পাথর মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখেছিলেন, তা একটা

স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে তার উপরে তেল ঢেলে দিলেন। তিনি জায়গাটার নাম বেথেল রাখলেন, কিন্তু আগে শহরটার নাম ছিল লুজ। যাকোব এই বলে মানত করলেন, 'পরমেশ্বর যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং এই যে যাত্রা করছি, তিনি যদি সেই যাত্রাপথে আমাকে রক্ষা করেন, তিনি যদি আমাকে আহারের জন্য খাদ্য ও পরনের জন্য বস্ত্র দান করেন, আর আমি যদি সুষ্ঠুভাবে পিতৃগৃহে ফিরে আসতে পারি, তবে প্রভু হবেন আমার আপন পরমেশ্বর। এই যে পাথর আমি স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, তা পরমেশ্বরের একটি গৃহ হবে; আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে, আমি বিশ্বস্তভাবে তার দশমাংশ তোমাকে অর্পণ করব।'

শ্লোক আদি ২৮:১২

℣ আমাদের শুভকর্মে আমাদের এমন সিঁড়ি স্বর্গের দিকে খাড়া করা দরকার যা সেই সিঁড়ির মত যার দর্শন যাকোব স্বপ্নে পেয়েছিলেন।
℟ সিঁড়িটা হল আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবন, যা হৃদয়ের বিনম্রতায় ধাপে ধাপে ঈশ্বর পর্যন্ত উন্নীত হয় (আল্লেলুইয়া)।
℣ যাকোব স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন।
℟ সিঁড়িটা হল আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবন, যা হৃদয়ের বিনম্রতায় ধাপে ধাপে ঈশ্বর পর্যন্ত উন্নীত হয় (আল্লেলুইয়া)।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' ২য় পুস্তক ৩৭

আপন সন্ন্যাসীদের কাছে নিজ মহাপ্রয়াণের পূর্বঘোষণা

যে বছর এজীবন ছেড়ে তাঁর প্রস্থান করার কথা, সেই বছরে এমন কয়েকজন শিষ্যের কাছে যাঁরা তাঁর সঙ্গে মঠে বাস করছিলেন ও যাঁরা দূরবর্তী অন্য মঠে বাস করছিলেন তাঁদেরও কাছে ধন্য বেনেডিক্ট নিজ পুণ্য মহাপ্রয়াণের দিন প্রকাশ করলেন; যাঁরা উপস্থিত, তাঁদের তিনি এবিষয়ে নীরবতা বজায় রাখতে আদেশ করলেন, ও যাঁরা দূরে ছিলেন, তাঁদের এমন লক্ষণ ইঙ্গিত করলেন যা দ্বারা তাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁর প্রাণ দেহ ত্যাগ করে গেছে।

মৃত্যুর ছয় দিন আগে তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁর সমাধিমন্দির যেন খোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এমন জ্বরে আক্রান্ত হলেন যার তীব্র উত্তাপে পরিশ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। দিনের পর দিন তাঁর অবস্থা গুরুতর হয়ে গেলে ষষ্ঠ দিনে শিষ্যদের দ্বারা তাঁকে প্রার্থনাগৃহে আনা হল; এখানে তিনি নিজ প্রস্থানের প্রস্তুতির জন্য প্রভুর দেহরক্ত গ্রহণ করলেন, এবং শিষ্যদের উপর দুর্বল শরীর ভর দিয়ে দু'হাত স্বর্গের দিকে উচ্চ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ও প্রার্থনা করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন। সেই একই দিনে সেই মঠের একজন সন্ন্যাসী ও দূরবর্তী আর এক সন্ন্যাসী একই দর্শন পেলেন।

তাঁরা বহু প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল এমন পথ দেখতে পেলেন যার উপর কতগুলো চাদর পাতা আছে; পথটা তাঁর কক্ষ থেকে শুরু ক'রে পুব থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই পথে তাঁরা মর্যাদাপূর্ণ এমন মানুষকে দেখতে পান যিনি দিব্য আলোতে দীপ্তিমান; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা যে পথ চেয়ে দেখছেন সেই পথ কার্। তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা তা জানি না; তবে সেই মানুষ তাঁদের বললেন: এ সেই পথ যা দিয়ে প্রভুর প্রিয়জন সেই বেনেডিক্ট স্বর্গে আরোহণ করছেন।' তাতে উপস্থিত সন্ন্যাসীরা যেমন সাধু ব্যক্তির মহাপ্রয়াণ দেখতে পেলেন, তেমনি দূরবর্তী সন্ন্যাসীরাও পূর্বকথিত সেই লক্ষণ দ্বারা তাঁর মহাপ্রয়াণের কথা জানতে পারলেন।

আপোল্লস-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরে তিনি নিজে যে প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের সেই প্রার্থনাগৃহেই তিনি সমাহিত হলেন। প্রার্থীদের বিশ্বাস উপযুক্ত হলে, তবে যিনি প্রথমকালে সুবিয়াকোর গুহায় বসবাস করেছিলেন, তিনি এখনও অলৌকিক কাজ সাধন করে থাকেন।

শ্লোক সিরা ৪৬:৯,১০; ৪৪:২১ দ্রঃ

℣ প্রভু তাঁকে এমন তেজ মঞ্জুর করলেন, যেন তিনি সেই দেশের উচ্চস্থানগুলিতে এসে পৌঁছেন যা তাঁর

বংশধরেরা উত্তরাধিকার রূপে রক্ষা করতে পারলেন,

ঊ ফলে সকলেই যেন একথা জানতে পারে যে, প্রভুর অনুসরণ করা ভাল (আল্লেলুইয়া)।

পঁ এজন্য ঈশ্বর শপথ করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি তাঁর বংশে জাতিসকলকে আশিসধন্য করবেন, তাঁর বংশের সংখ্যা পৃথিবীর ধূলিকণার মত বৃদ্ধি করবেন,

ঊ ফলে সকলেই যেন একথা জানতে পারে যে, প্রভুর অনুসরণ করা ভাল (আল্লেলুইয়া)।

***বিকল্প* (খ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি উপদেশ ৬

খ্রীষ্টই ছিলেন তাঁর পথ

আমরা আজ আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের উত্তরণ উদ্‌যাপন করছি; যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা শুনতে খুবই আগ্রহী, সেজন্য তাঁর বিষয়ে দু'টি কথা বলা বাঞ্ছনীয় মনে করি। উত্তম সন্তানদের মত তোমরা তোমাদের সেই পিতারই কথা শুনতে একত্র হয়েছ *যিনি সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টযীশুতে তোমাদের জন্ম দিয়েছেন।* আমরা তাঁর উত্তরণের কথা জানি বটে; এবার দেখতে পাব, তিনি কোথা থেকে ও কোথায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমরা বর্তমানে যেখানে আছি, তিনি এ স্থানের মধ্য দিয়েই পেরিয়ে গেলেন, আর সেইখানে গেলেন আমরা যেখানে এখনও পৌঁছতে পারিনি। কিন্তু তবুও তিনি যেখানে উত্তীর্ণ হলেন, সেখানে সশরীরে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও, তবু প্রত্যাশা ও ভক্তিতে আমরা সেইখানে রয়েছি। যেমনটি আমাদের মুক্তিসাধক বলেন: *যেখানে তোমার ধন রয়েছে, সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে।* বাস্তবিক বেনেডিক্ট নিজেও এখানে সশরীরে জীবন যাপনের সময়ে প্রকৃতপক্ষে চিন্তায় ও বাসনায় সেই স্বর্গীয় মাতৃভূমিতেই বাস করছিলেন। তাই আমাদের পিতা বেনেডিক্ট পৃথিবী থেকে স্বর্গেই উত্তীর্ণ হলেন। তিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের কাছে উত্তীর্ণ হলেন: যিনি তাঁর মধ্যে ভালবাসায় ক্রিয়াশীল ছিলেন, সেই যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস-গুণে তিনি এমন পরিপূর্ণ ঐশদর্শনে উত্তীর্ণ হলেন যেখানে সমস্ত মঙ্গলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং, সুসমাচারে যিনি নিজ বিষয়ে বলেছিলেন *আমিই পথ, সত্য ও জীবন,* সেই খ্রীষ্টই হলেন তাঁর পথ। তাঁরই মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন, কারণ তিনিই জীবন, তিনিই পথ। খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠ পথ হল বেনেডিক্টেরও উত্তম পথ। জীবন-পথ হল বেনেডিক্টের সাধুতা।

এ পথ শুরুতে সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পরবর্তীকালে—যেমনটি ধন্য বেনেডিক্ট নিজেই আপন নিয়মে আমাদের শেখান—আমরা অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্লাবিত ভালবাসায় ঈশ্বরের আদেশ পথে ছুটেই চলি। যারা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, পথ তাদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ: দাউদের পক্ষেও পথ তেমনটি ছিল যখন তিনি বললেন: *তোমার ওষ্ঠের বাণী অনুসারে আমি সঙ্কীর্ণ পথে চলেছি।* নিজ মনপরিবর্তনের প্রারম্ভে ধন্য বেনেডিক্টের পক্ষেও পথটা সঙ্কীর্ণ ছিল, কিন্তু শেষে আনন্দপূর্ণই হল। আর যখন তিনি পথটা সঙ্কীর্ণ পেলেন, তখন কী করলেন? তিনি কি তা ছেড়ে সরে গেলেন? মোটেই না, বরং তাতে আসক্ত থাকলেন ও বীর্য দেখিয়ে তাতে দাঁড়ালেন। যা যা শেখালেন, তিনি নিজেই প্রথমে তা পালন করলেন, যাতে নিজে যে জীবন যাপন করেছিলেন, তাঁর অনুগামী এই আমাদের কাছে তা শেখাতে পারেন। তিনি কেমন বীর্যের সঙ্গেই সেই পথে দাঁড়ালেন, তা আমরা তাঁর নিজের বাণী থেকে উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর নিয়মে তিনি চেতনা দেন, আমরা যেন সাধনার প্রারম্ভে ভয়ে অভিভূত হয়ে পরিত্রাণের পথ ছেড়ে না পালিয়ে যাই—নিজ অভিজ্ঞতাই তো তাঁকে দেখিয়েছিল, প্রাথমিক পর্যায়ে পথ সঙ্কীর্ণ না হয়ে পারে না। তিনি তো জানতেন, সঙ্কীর্ণ হয়েও সেই পথ জীবনেই যাওয়ার পথ, যেমনটি প্রভু বলেছিলেন: *সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়; আর অল্প লোকেই তার সন্ধান পায়।*

এ পথ যে কোন্ জীবনের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়, তা স্বয়ং প্রভু অন্য পদে দেখান: *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।* যতদিন এক ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে ভীত, ততদিন পথটা তার পক্ষে কঠিন ও দুর্গম হবেই। কিন্তু সে যখন সেই ভালবাসায় পৌঁছে যা সিদ্ধ হওয়ায় ভয় দূর করে দেয়, তখন প্রেরিতদূতের সঙ্গে অসীম আনন্দে বলে ওঠে:

আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি।

এ পথ দিয়েই ধন্য বেনেডিক্ট মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হলেন। আর তাঁর মহা-উত্তরণ অবশ্যই আনন্দপূর্ণ হল, কারণ তাঁর জীবন প্রশংসনীয় হয়েছিল। এসো, আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আমাদের অধিক নিশ্চিত ও নিরাপদ পথ রয়েছে যা দিয়ে সেখান পর্যন্ত এসে উপস্থিত হতে পারি, তথা তাঁর লিখিত নিয়ম ও তাঁর জীবনাদর্শ। আমাদের কর্তব্য-মত আমরা এ পথে চললে ও এ পথে নিষ্ঠাবান থাকলে তবে কোন সন্দেহ নেই: তিনি যেখানে এসে পৌঁছেছেন, আমরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছব।

শ্লোক ফিলি ৩:৭,৮; উপ ২:১১

প্ আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রীষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম।
উ এমনকি, আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি (আল্লেলুইয়া)।
প্ সমস্ত কিছু বিবেচনা করলাম; আর দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র!
উ এমনকি, আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প **(গ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সন্ন্যাসী ডেনিসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১**

পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের আদর্শ

লাবান আব্রাহামের কর্মচারীকে বললেন: *প্রবেশ কর, হে প্রভুর আশিসধন্য! কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছ?* এ বর্তমানকালের জীবনে আমাদের পুণ্যতম পিতা সেই বেনেডিক্ট যিনি নামে ও বাস্তবেও আশিসধন্য, তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে ও আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সংগ্রামী মণ্ডলীতে, নিজ হৃদয়-গভীরে, শিষ্যদের সাহচর্যে, প্রান্তরে ও গুহায়, ভ্রাতাদের সঙ্ঘে ও ঈশ্বরের পুণ্যস্থানে প্রবেশ করলেন। তারপর এ জীবনকাল ফুরিয়ে গেলে তিনি স্বর্গের গৌরবধামে প্রবেশ করলেন।

বেনেডিক্ট প্রথম সংগ্রামী মণ্ডলীতে প্রবেশ করলেন যখন দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ গ্রহণ করলেন। তিনি আবার নিজ হৃদয়-গভীরেও প্রবেশ করলেন যখন প্রতিদিন নিজ বিবেক পরীক্ষা করছিলেন ও নিজ অন্তরে ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় সাড়া দিচ্ছিলেন—সামসঙ্গীত-রচয়িতার এ বাণী অনুসারে, *আমি শুনব প্রভু ঈশ্বর আমাকে কী কথা বলছেন।* তিনি এতেও নিজ হৃদয়-গভীরে প্রবেশ করলেন, যখন যা ধর্মসম্মত ও সমীচীন তা পালন করছিলেন, ঈশ্বরের যা যা গ্রহণীয় তা জানবার চেষ্টা করছিলেন, এবং উত্তম জীবন পালন করার জন্য ও প্রলোভন ও রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যা যা করণীয়, তেমন উপায়ও জানবার চেষ্টা করছিলেন।

তবে আমাদের প্রত্যেককেও ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিজ হৃদয়ে প্রবেশ করা উচিত ও বিবেক পরীক্ষাও করা উচিত, যাতে দেখতে পাই আমরা ঈশ্বরের সামনে অকপটভাবেই চলাফেরা করি কিনা, সবকিছু পুণ্য সঙ্কল্প নিয়েই পালন করি কিনা, প্রতিবেশীকে ভালবাসি কিনা, সাধারণ নিয়মটা মেনে চলি কিনা, আমরা বাধ্য কিনা, ও পরিচালকের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাই কিনা। আমরা কি প্রতিদিন বিশ্বাসযোগ্য অগ্রগতিতে কৃতকার্য? আমরা কি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, দেহ ত্যাগ করতে ও বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত?

তাছাড়া আমাদের ধ্যানী হওয়া উচিত; কল্পনার আলোড়ন, অসার চিন্তা ও পাপময় গতিধারা এড়ানো ও তা থেকে দূরে থাকা উচিত, যাতে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে যা যা বলছেন আমরা তা শুনতে পেয়ে পালনও করতে পারি: অর্থাৎ, তাঁর আত্মা আমাদের মানবাত্মার কাছে কি এ সাক্ষ্য দান করছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান? তবেই তাঁর যে প্রেরণা উত্তম বিষয়ের দিকে আমাদের অবিরতই চালনা করায়, আমরা সেই প্রেরণার প্রতি বাধ্য হতে পারব। এ সমস্ত বিষয়ে সদ্বিবেচনার অনুগ্রহই আমাদের একান্ত প্রয়োজন, যাতে সমস্ত ভুলভ্রান্তি এড়াতে পারি।

পরিশেষে ধন্য বেনেডিক্ট আপন প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করে চিরকালীন রাজ্যের পরমানন্দ লাভ করলেন। তাঁর জীবনের পবিত্রতা, তাঁর ভালবাসার উত্তাপ, ঈশ্বরের জন্য বহু আত্মাকে তাঁর জয়লাভ, ও তাঁর সেই মহা বিনম্রতা যা তাঁর সমস্ত কাজ চিহ্নিত করছিল, এই সমস্তের ফলে তিনি গৌরবমুকুট লাভ করলেন।

সুতরাং এসো, তেমন উৎকৃষ্ট পিতার প্রতিপালনের উপর নির্ভর করি; তাঁর সদ্‌গুণাবলির বিষয় ভাবি, তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করি, যাতে এ অস্থায়ী জীবনের শেষ পর্যায়ে আমরা তাঁর পুণ্যফলের ও প্রার্থনার সহায়তায় তাঁর সঙ্গে চিরন্তন জীবন পাবার যোগ্য হয়ে উঠি।

শ্লোক সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম, প্রস্তাবনা ৪৯-৫০

℣ সন্ন্যাসজীবন ও বিশ্বাসে অগ্রসর হতে হতে,
℟ প্রেমের অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলব (আল্লেলুইয়া)।
℣ তাঁর নির্দেশবাণী থেকে কখনও সরে না গিয়ে, বরং মৃত্যু পর্যন্ত মঠে থেকে তাঁর শিক্ষায় নিষ্ঠাবান হয়ে,
℟ প্রেমের অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলব (আল্লেলুইয়া)।

২৩শে মার্চ

সাধু তুরিবিয়াস দ্য মন্‌গ্রভেজো, ধর্মপাল

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার, মন্ডলীতে ধর্মপালদের পালকীয় ভূমিকা বিষয়ক নির্দেশনামা খ্রীষ্ট প্রভু ১২-১৩,১৬

সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত

ধর্মশিক্ষাদানের প্রকৃত ভূমিকা অনুশীলনে ধর্মপালদের উচিত মানুষের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার ঘোষণা করা, কেননা এটিই তাঁদের মুখ্য দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাঁদের উচিত, পরমাত্মার দৃঢ়তায় বিশ্বাসের দিকে তাদের আহ্বান করা, কিংবা জীবন্ত বিশ্বাসেই তাদের উদ্দীপিত করা; তাদের কাছে খ্রীষ্টীয় গোটা রহস্য উপস্থাপন করা, তথা সেই সমস্ত সত্য উপস্থাপন করা যা সম্পর্কে অজ্ঞতা মানে খ্রীষ্ট সম্পর্কেই অজ্ঞতা; সেই পথেরই কথাও উপস্থাপন করা উচিত যা ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশ্যে এবং ফলত শাশ্বত আনন্দ অর্জনের উদ্দেশ্যেই ঐশ্বরিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বোপরি তাঁদের দেখান উচিত যে, পার্থিব বিষয় ও মানবীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্রষ্টা ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে মানুষের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেও নিরূপণ করা যেতে পারে, এর ফলে খ্রীষ্টদেহ গঠনের উদ্দেশ্যে সেগুলোর অবদান নগণ্য ব্যাপার নয়।

অতএব তাঁরা শিখিয়ে দেবেন, মন্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুসারে ব্যক্তি-মানুষ কতই না মর্যাদার পাত্র হওয়া উচিত, মানব স্বাধীনতা ও দৈহিক জীবনও কতই না মর্যাদার বস্তু। আরও, পরিবার ও তার ঐক্য ও স্থৈর্য্য, সন্তানের জন্মদান ও তাদের গঠন, নিজ বিধি-বিধান ও পেশা সহ মানবসমাজ, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, শিল্পকলা ও কারিগরী সমস্ত আবিষ্কার, দরিদ্রতা ও অধিক প্রাচুর্য—এ সমস্ত প্রসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া তাঁদেরই দায়িত্ব। পরিশেষে, পার্থিব সম্পদের স্বত্বাধিকার, তার বৃদ্ধি ও ন্যায্য বিতরণ, যুদ্ধ ও শান্তি, এবং সকল জাতির ভ্রাতৃসুলভ সহাবস্থান—এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যা সমাধানের বিচারমান তাঁদের স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা উচিত।

তাঁরা খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব যুগের প্রয়োজনোপযোগী করে উপস্থাপন করবেন, অর্থাৎ, তা যেন সেই সমস্ত অসুবিধা ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে যা মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন করে তোলে। এ ধর্মতত্ত্ব রক্ষা করাও তাঁদের উচিত, ও তা রক্ষা করতে ও প্রচার করতে বিশ্বাসী-মন্ডলীকেও তাঁরা উদ্বুদ্ধ করবেন। এ শিক্ষা দানকালে তাঁদের সচেষ্ট থাকা উচিত যেন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকল মানুষেরই প্রতি মন্ডলীর মাতৃসুলভ যত্ন প্রকাশ পায়, এবং প্রভু যাদের কাছে শুভসংবাদ দিতে তাঁদের প্রেরণ করেছেন, সেই দীনহীন ও অবহেলিতদের প্রতি তাঁদের বিশেষ যত্ন দেখানো উচিত।

পিতা ও পালকের ভূমিকা অনুশীলনে ধর্মপালদের উচিত, তাঁদের আপনজনদের মাঝে সেবকেরই মত উপস্থিত থাকা: এমন উত্তম মেষপালকেরই মত যিনি আপন মেষদের জানেন আর মেষরাও তাঁকে জানে, এমন প্রকৃত পিতারই মত যিনি ভালবাসা ও যত্নের মনোভাবে শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁর ঈশ্বর-দেওয়া অধিকারের কাছে সকলে স্বচ্ছন্দেই বশ্যতা স্বীকার করবে। তাঁদের উচিত আপন মেষপালের গোটা পরিবারকে এমনভাবে একত্রিত ও সংগঠিত করা যাতে সকলে নিজ নিজ ভূমিকা বিষয়ে সচেতন হয়ে ভালবাসার বন্ধনে বাস করে ও কাজ করে।

তেমন বিষয়গুলো কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ধর্মপালদের উচিত, *সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে* ও *মনোনীতদের জন্য সবকিছু সহ্য করে* আপন জীবন এমনভাবে বিন্যাস করা যাতে যুগের প্রয়োজনোপযোগী হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১ পি ৫:২,৩-৪; শিষ্য ২০:২৮ দ্রঃ

প্র ঈশ্বরের মেষপাল পালন কর, স্ব-ইচ্ছায়, পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে।

উ প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

প্র যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাক, ঈশ্বরের জনমণ্ডলীকে পালন কর।

উ প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

২৫শে মার্চ

প্রভুর আগমন সংবাদ

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - ১ বংশ ১৭:১-১৫

দাউদের পুত্রসন্তান বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

যখন দাউদ নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি নাথান নবীকে বললেন, ‘দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরের আড়ালে পড়ে রয়েছে।’ নাথান দাউদকে বললেন, ‘আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।’

কিন্তু সেই রাতে পরমেশ্বরের বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, আমার আবাসের জন্য একটা গৃহ তুমিই আমার জন্য গাঁথবে এমন নয়। ইস্রায়েলকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, কিন্তু একটা তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ও একটা আচ্ছাদন থেকে অন্য আচ্ছাদনেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে আর গ্রাস না করে যেমনটি আগে করত যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি তোমার সকল শত্রুকে নত করব। তাছাড়া আমি তোমাকে এ কথাও বলেছি যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন

তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তখন আমি তোমার স্থনে তোমার একজন বংশধরের, তোমার সন্তানদেরই মধ্যে একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; কিন্তু তোমার আগে যে ছিল, তার কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; বরং তাকে আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে স্থাপন করব চিরকাল ধরে, ও তার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

শ্লোক লুক ১:২৬-৩২ দ্রঃ

℟ গাব্রিয়েল দূত কুমারী মারীয়ার কাছে প্রেরিত হলেন। তিনি যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন। তেমন জ্যোতির্ময় রহস্যে মারীয়া স্তম্ভিতা হলে দূত এ সংবাদ দিলেন: ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।
℣ যে পুত্রসন্তান তুমি প্রসব করবে, তিনি পরাৎপরের সন্তান বলে অভিহিত হবেন (আল্লেলুইয়া)।
℟ প্রণাম, মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা; প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
℣ যে পুত্রসন্তান তুমি প্রসব করবে, তিনি পরাৎপরের সন্তান বলে অভিহিত হবেন (আল্লেলুইয়া)।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি প্রভুর জন্মতিথি, উপদেশ ১১:১-২,৫

মানব মুক্তির জন্য 'ঈশ্বরের পরিকল্পনা

যখন শয়তানের শঠতা হিংসার বিষ দ্বারা আমাদের ধ্বংস করেছিল, তখন যাঁর স্বরূপ মঙ্গলময়, যাঁর ইচ্ছা কর্মশক্তিমণ্ডিত, যাঁর সমস্ত কাজ দয়া-বিশিষ্ট, সেই করুণাময় ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে জগতের উৎপত্তির সময়েই সেই প্রতিকারের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন যা তাঁর ভালবাসা মরণশীল এই আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছিল: সাপকে তিনি বলেছিলেন যে, নারীর বংশ একদিন আসবেন, আর সে তাঁকে দংশন করতে বিষাক্ত মাথা উচ্চ করলেই তিনি নিজ শক্তিতে তা পিষে মারবেন। তিনি সেই খ্রীষ্টকেই লক্ষ করছিলেন যিনি দেহে আসবেন ও মানবেশ্বর হবেন; আরও, কুমারী থেকে জাত বলে তিনি নিজ অকলুষিত জন্ম গুণে মানবজাতির সেই প্রবঞ্চককে দণ্ডিত করবেন।

আমাদের মানবজাতির মুক্তির নিরূপিত কাল এসে উপস্থিত হলে ঈশ্বরপুত্র সেই যীশুখ্রীষ্ট নিজ পিতার গৌরব না ছেড়ে আপন স্বর্গীয় রাজাসন থেকে এ নিম্নলোকে নেমে এলেন, ও নবীন ব্যবস্থা অনুসারে, অর্থাৎ নবীন প্রকার জন্ম অনুসারেই জন্ম নিলেন। যখন ঈশ্বর মাংসে জন্ম নিলেন, তখন স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর জনক হলেন, যেমনটি মহাদূতটি কুমারী মারীয়ার কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন: *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন।* আমাদের জন্মের তুলনায় তাঁর জন্ম ভিন্ন প্রকার হলেও কিন্তু তাঁর স্বরূপ একই ছিল: কুমারীর পক্ষে গর্ভধারণ করে জন্ম দেওয়া ও একইসময়ে কুমারী হয়ে থাকা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার বটে, কিন্তু এ বেলায় ঈশ্বরের প্রভাবই উপস্থিত ছিল। তুমি জননীর অবস্থা তত লক্ষ করো না, বরং সেই শিশুটির ইচ্ছাই লক্ষ কর যিনি এপ্রকার জন্ম অনুসারেই জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন ও তা করতে সমর্থ ছিলেন। প্রভু যীশু আমাদের কলুষ দূর করে দিতেই এসেছেন, তাতে কলুষিত হতে আসেননি; আমাদের ভুল-ভ্রান্তির সংস্কার করতেই এসেছেন, তাতে বশীভূত হতে আসেননি। তিনি আমাদের বিকৃত স্বরূপের দুর্বলতা ও আমাদের কলুষিত আত্মার ঘা নিরাময় করতে এসেছেন। সুতরাং, যিনি মানবদেহের কাছে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার নবীন দান এনে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে নবীন প্রকার জন্ম অনুসারে জন্ম নেওয়া আবশ্যকই ছিল।

অতএব, বিশ্বাস ও ধর্মভাবের সঙ্গে তুমি যদি খ্রীষ্টান পরিচয়লাভে গর্ববোধ কর, তাহলে এ পুনর্মিলনের অনুগ্রহের প্রকৃত মূল্য স্বীকার কর। একসময়ে তুমি ছিলে বিচ্যুত, পরমদেশ থেকে বিতাড়িত, কষ্টকর প্রবাসে মুমূর্ষু। ধুলায় ও ছাইতে পরিণত হয়ে জীবনের কোন আশা তোমার আর ছিল না; কিন্তু এবার ঐশবাণীর দেহধারণ গুণে তোমাকে এমন শক্তি দেওয়া হয়েছে যাতে দূরদূরান্ত থেকে স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে পার, তোমার

পিতাকে স্বীকার করতে পার, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পার, ও বিদেশী অবস্থা থেকে সন্তান-পর্যায়ে উন্নীত হতে পার। জন্মসূত্রে তোমার স্বরূপ ক্ষয়শীল ছিল, এখন কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার মধ্য দিয়েই তুমি নবজন্ম নিতে পার, ও স্বরূপে তোমার যা অভাব ছিল, তা অনুগ্রহ গুণেই লাভ করতে পার। এবিষয়ে যেন তোমার অন্তরে লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে যে, স্বর্গীয় সেনাদলে তোমার চুক্তিবদ্ধতা বজায় রাখলে তুমি সনাতন রাজার বিজয়ী শিবিরে জয়মালায় ভূষিত হবেই: হ্যাঁ, ধার্মিকদের সঙ্গে তুমিও স্বর্গরাজ্যের সহভাগিতায় প্রবেশ করতে পুনরুত্থান করবে।

শ্লোক লুক ১:৫৪-৫৫; যুদিথ ১৩:১৪

℟ আপন দয়া স্মরণ ক'রে আপন দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি
℣ যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।
℟ প্রভু ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি,
℣ যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প (খ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি প্রভুর আগমন-সংবাদ, উপদেশ ১:১-৩

যে সংবাদ কুমারীর কাছে পুত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়,
তা পাপীদের কাছে ক্ষমার সংবাদ দেয়

তপস্যাকালের এ দিনগুলির ধারাবাহিকতা প্রভুর দূত-সংবাদ মহাপর্ব দ্বারা খুবই সঙ্গতভাবে মাঝপথে বিভক্ত করা হচ্ছে, যাতে যারা দৈহিক তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে তারা প্রাণের আনন্দ দ্বারা আরাম পেতে পারে, ও প্রায়শ্চিত্তের দুঃখ যাদের নমিত করেছে তারা সেই সংবাদ দ্বারা সান্ত্বনা পেতে পারে যা তাঁরই কথা ঘোষণা করে *যিনি জগতের পাপ হরণ করেন*। যেমনটি লেখা আছে: *দুশ্চিন্তা মানুষের হৃদয় বিষণ্ন করে, মঙ্গলকর কথা তাকে আনন্দিত করে তোলে।*

হ্যাঁ, সত্যি মঙ্গলকর এ কথা, *যে কথা নিঃসন্দেহে সত্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য*, কেননা তা হল আমাদের পরিত্রাণের সেই শুভসংবাদ যা ঈশ্বর-প্রেরিত সেই দূত আজ মারীয়ার কাছে বহন করলেন: যেমন *দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে*, তেমনি দূতটি কুমারীর কাছে ঐশবাণীর দেহধারণের শুভসংবাদ এনে দিলেন। এ সংবাদ কুমারীর কাছে পুত্রের প্রতিশ্রুতি দিতে দিতে অপরাধীদের কাছে ক্ষমা, দাসদের কাছে স্বাধীনতা, বন্দিদের কাছে মুক্তি, ও মৃতদের কাছে জীবনের সংবাদ দেয়। সংবাদটি পুত্রের রাজ্য ঘোষণা করে, ধার্মিকদের গৌরব প্রচার করে, পাতালকে সন্ত্রাসিত করে, স্বর্গকে আনন্দিত করে; এবং রহস্যগুলির জ্ঞানলাভ ঠিক যেন নবীন আনন্দেরই মত কেমন যেন স্বর্গদূতদেরও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। নিজ দুঃখে কেইবা তেমন শুভসংবাদে আনন্দ না ভোগ করে? নিজ অবমাননায় কেইবা তেমন বাণীতে সান্ত্বনা না পায়? *স্মরণে রেখ তোমার এ দাসের কাছে তোমার সেই কথা, যার উপর তুমি স্থাপন করেছ আমার আশা। আমার দুর্দশায় এই তো সান্ত্বনা আমার।* দাউদ কেবল প্রতিশ্রুতিই পেয়েছিলেন, আর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কোন লক্ষণও তখনও পাওয়া যাচ্ছিল না; তিনি যা বাসনা করছিলেন, তার আসাটা স্থগিত হচ্ছিল বিধায় তিনি দুঃখভোগ করছিলেন, কিন্তু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ততার উপর নিজ আশার নিশ্চয়তা স্থাপন করছিলেন বলে তিনি সান্ত্বনা পেতেন। সুতরাং, আমাদের জন্য যে পরিত্রাণ গচ্ছিত ছিল, সেই পরিত্রাণের প্রত্যাশা যখন দাউদের অন্তর জুড়িয়ে দিত, তখন প্রতিশ্রুতি পূরণে আমাদের কতই না অধিক আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়ার কথা! *শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।* তারাও সুখী, পাপের দুঃখে যাদের হৃদয় বিদ্ধ, কারণ শুভসংবাদ পেয়ে তারা আনন্দে পরিপূর্ণ হবে।

প্রভু, তোমার সর্বশক্তিমান বাণী সত্যি মঙ্গলকর ও সান্ত্বনাদায়ী—সেই যে বাণী আজ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কুমারীর গর্ভে নেমে এসে সেখানে একটি সিংহাসনও নিজের জন্য স্থাপন করলেন যেখানে এখন থেকেই স্বর্গদূত-বাহিনীর আবেষ্টনে রাজারূপে আসীন হয়ে তিনি পৃথিবীর দুঃখীদের সান্ত্বনাদানকারী।

শ্লোক লুক ১:৫৪-৫৫; যুদিথ ১৩:১৪

প্র আপন দয়া স্মরণ ক'রে আপন দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি
উ যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।
প্র প্রভু ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি,
উ যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প **(গ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রীটের ধর্মপাল সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি **প্রভুর দূত-সংবাদ, উপদেশ ৫**

যে রহস্য অনাদিকাল থেকে আবৃত ছিল তা আজ প্রকাশ পেয়েছে

আজ বিশ্বের সেই আনন্দ এসেছে যা আমাদের প্রাচীন অভিশাপ মুছে দেয়। আজ সেই সর্বশক্তিমান এসেছেন যাতে সবকিছু আনন্দে পরিপূর্ণ করতে পারেন। তিনি কেমন করে এসেছেন? রাজপুরুষদের মাঝে নয়, অসংখ্য স্বর্গদূতবাহিনীর মাঝেও নয়, নিজ জয়যাত্রার আড়ম্বরেও নয়, বরং নীরবতায় ও বিনম্রতায় এসেছেন যাতে তাঁর আসাটা অন্ধকারের অধিপতির কাছে গুপ্ত থাকতে পারে। তিনি সাপের দাঁত থেকে শিকার কেড়ে নিতে এসেছেন—তাকে নিপুণভাবেই ফাঁদে ধরেছেন ও সেই একই বুদ্ধি ও চাতুরিতেই তাকে প্রবঞ্চনা করেছেন যা দিয়ে সাপটা একসময় গোটা মানবজাতিকে নিজের দাসত্বে বশীভূত করেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়া আর সহ্য করতে পারছিল না যে, তাঁর সেই সেরা সৃষ্টজীব যার জন্য তিনি আকাশমণ্ডল রচনা করেছিলেন, পৃথিবী স্থাপন করেছিলেন, বাতাস বিস্তার করেছিলেন, সমুদ্র উদার করে দিয়েছিলেন ও যার ধ্যানের উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই মানুষ বিলুপ্তির পথে যাবে। এজন্য ঈশ্বর স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছেন—তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর! যাঁকে ধারণ করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন স্থানের যথেষ্ট ধারণ ক্ষমতা ছিল না, সেই ঈশ্বরকে কুমারীর গর্ভে বরণ করা হচ্ছে।

এ ক্ষণ থেকে মানবস্বরূপ আনন্দের প্রথম সুর ধরতে পারছে ও ঈশ্বরত্বের সহভাগিতায় প্রবেশ করতে শুরু করছে। এ ক্ষণ থেকে সৃষ্টজীব নবজন্ম লাভ করছে, ও প্রাচীন জগৎ সেই বার্ধক্য ত্যাগ করে যার স্পর্শে পাপের ফলে কলুষিত হয়েছিল। *হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর, মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক; হে পাহাড়পর্বত, মাধুর্য পাত কর; গিরিশ্রেণীর গায়ে হোক আনন্দের সাজ, কারণ প্রভু আপন জাতির প্রতি করুণা দেখিয়েছেন।*

অনাদিকাল থেকে যে রহস্য আবৃত ছিল, তা আজ প্রকাশ পেয়েছে, ও সমস্ত কিছু নিজ মাথা সেই খ্রীষ্টে নবায়িত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আজ বিশ্বের সৃজনশীল শক্তি রাজ-অধিকারে বিচার সম্পাদন ক'রে সেই পরিকল্পনার সিদ্ধি ঘটায় যা জগতের সৃষ্টির আগে থেকেই নিরূপিত ছিল: তাতে অমঙ্গলের প্রণেতা আমাদের বিরুদ্ধে আদি থেকে যে মতলব এঁটেছিল তা বিনষ্ট হয়।

এজন্যই দূতবৃন্দ মেতে ওঠেন, মানবসমাজ আনন্দ করে, ও সমগ্র বিশ্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ আদি মর্যাদা ফিরে পায়। অতএব, আমাদের জন্য আনন্দ-ফুর্তিতে পূর্ণ এ মহাপর্ব সঙ্গতভাবেই এদিনে স্থির করা হয়েছে, এবং মাংসধারী ঐশবাণী আজ নিজের মধ্যে গোটা মানবজাতিকে ধারণ করেছেন বিধায় মণ্ডলী উৎসব-পালনে আজ সানন্দেই সম্মিলিত।

শ্লোক লুক ১:৫৪-৫৫; যুদিথ ১৩:১৪

প্র আপন দয়া স্মরণ ক'রে আপন দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি
উ যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।
প্র প্রভু ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি,
উ যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।